



লেডি Wilkinson Sword

জীবন কখনওই সুযোগের সংগ্রহ নয়।

জীবন একটাই সুযোগ, যা দু-বার আসে না।

আমার বেলায় তা-ই হয়েছিল।

ইতালীয় ফ্রিম্যাসনরিতে আমার বছরগুলোয় — যার আচার আর ঐতিহ্য ইংল্যান্ডের ইউনাইটেড গ্র্যান্ড লজের স্বীকৃত — আমি বেশ অন্তরকম এক জমায়েতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি তখন তৃতীয় ডিগ্রিতে পৌঁছে গেছি, তবু গিয়েছিলাম ঠিক মনটা নিয়েই: এক শিক্ষানবিশের মন।

ওটা কোনো আচারের সভা ছিল না।

অ্যাপ্রন ছিল না, প্রতীক ছিল না, মুখস্থ করার মতো কোনো কথাও ছিল না।

ছিল নিছক একটা নৈশভোজ।

লন্ডনে একটা নৈশভোজ।

সেইসব সন্ধ্যার একটা, যেগুলো কাটানোর সময় সাধারণ মনে হয় আর অসাধারণ হয়ে ওঠে বহু বছর পরে, যখন অবশেষে তাদের মানে বোঝা যায়।

লন্ডনের ছিল তার চেনা মায়া।

প্রতিটি বাড়ি থেকে যেন ইতিহাস উঁকি দিচ্ছিল।

রাজমুকুট।

দ্য সিটি।

প্রাইভেট ক্লাবগুলো।

প্রতিষ্ঠানগুলো।

সেইসব ঐতিহ্য, যা তাদের স্রষ্টা মানুষদের চেয়েও বেশি দিন বাঁচে।

Gillette-এর ভেতরে আমার আগের পেশাগত অভিজ্ঞতার সূত্রের, আর ওইসব জায়গাতেই, প্রায় দৈবাৎ আমার দেখা হয়ে গেল এমন এক কাহিনির সঙ্গে, যা আমার চেয়ে ঢের পুরোনো।

এমন এক কাহিনি, যা ফ্রিম্যাসনরির নয়।

ব্যবসারও নয়।

তা ইংল্যান্ডের।

তার নাম Wilkinson Sword।

কিংবা হয়তো তাঁকে এভাবে ডাকাই বেশি ঠিক:

লেডি Wilkinson Sword।

কারণ কিছু কোম্পানি মুনাফা তৈরি করে।

অন্যরা তৈরি করে ইতিহাস।

তিনি দুটোই করেছিলেন।

তাঁর উচ্চারণ ইংরেজ, আচরণ মার্জিত, রুচি পরিশীলিত।

যে বছরগুলো তিনি বয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তার ভেতর দিয়েই তিনি হাসতেন।

তিনি জানতেন, তিনি আর তরুণী নন।

যৌবনের হালকা ভাবটা তিনি হারিয়েছিলেন, কিন্তু মনের স্বচ্ছতা হারাননি।

তাঁর মেধা তখনও সবল।

তাঁর ভাবনা তখনও ধারালো।

আমার সঙ্গে যখনই কথা বলতেন, গলায় থাকত সেই প্রায় রোমান্টিক সুর — যেন আগুনের ধারে গরগর করছে এক বুড়ো বেড়াল — আর আমার নামটা তিনি সব সময় উচ্চারণ করতেন সামান্য একটু খুঁত রেখে:

“ফের্নান্দো...”

তাঁর কখনও পরিচয়ের দরকার পড়ত না।

দরকার পড়ত শুধু ঘরে ঢোকার।

ইতিহাসের ভার তিনি সঙ্গে করে বয়ে আনতেন।

তিনি পেরিয়ে এসেছিলেন যুদ্ধ, রাজা, রানি, শিল্পবিপ্লব, অধিগ্রহণ আর পরিচালনা পর্ষদের সভা।

তিনি মানুষকে ধনী হতে দেখেছিলেন।

তিনি সাম্রাজ্যকে মিলিয়ে যেতে দেখেছিলেন।

তিনি দেখেছিলেন এমন ম্যানেজারদের, যারা নিশ্চিত ছিল যে তারা অমর।

অথচ তিনি তখনও সেখানেই।

মার্জিত।

শান্ত।

ব্রিটিশ।

সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম, কিছু কোম্পানি আদৌ কোম্পানি নয়।

তারা প্রতিষ্ঠান।

কিছু কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের।

অন্যরা ইতিহাসের।

লেডি Wilkinson Sword ছিলেন দ্বিতীয় দলের।

আর আমিও একটু একটু করে তাঁরই হয়ে উঠতে শুরু করেছিলাম।

ফের্দিনান্দো